দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 28 NOV 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

# মূলধারা থেকে পিছিয়ে পড়া আলেম সমাজকে বহুমাত্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে

## —কওমী এডুকেশন সোসাইটি

**স্টাফ রিপোর্টার :** দেশের প্রচলিত কওমী মাদ্রাসায় অবহেলিত এবং অর্থনৈতিকভাবে মূল স্রোতধারা থেকে পিছিয়ে পড়া আলেম সমাজকে মানব সম্পদে পরিণত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে সম্প্রতি কওমী এডুকেশন সোসাইটির অধীনে পরিচালিত প্রস্তাবিত কওমী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর তথ্য কেন্দ্র, ১০৭, মতিঝিলে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান মেহমান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সাবেক সচিব এ জেড এম শামসুল আলম বলেন, কওমী মাদ্রাসার নবীন আলেমদের বহুমাত্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়ার দরুন সামাজিক পর্যায়ে তারা মেধার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। কওমী শিক্ষা-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে আধুনিক শিক্ষাসহ তথ্য প্রযুক্তির সাথে তাদের সম্পৃক্ততা সৃষ্টি হলে দেশের এই বিপুল মেধাসম্পন্ন জনশক্তি মানব সম্পদে পরিণত হতে পারে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ৫০ জন প্রতিনিধির বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মশালার পরিচালক, সোসাইটি ও প্রস্তাবিত কওমী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনারেল সেক্রেটারী এম এম আবদুল হাই বলেন, সময়ের অনিবার্য দাবী ও জাতীয় প্রয়োজনে ১৮৬৬ সালে দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশ্বব্যাপী বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়। আর এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হাজার হাজার কওমী মাদ্রাসা ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। বেফাকুল মাদ্রাসাসহ অন্যান্য বেসরকারী কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান ও ভূমিকা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত রয়েছে। দেশের শান্তিপ্রিয় জনগণ ইসলাম ও ইসলামী জীবন ধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও কেন এই কওমী জনশক্তির সাথে দূরত্ব ও ক্ষুব্ধ মনোভাব বজায় রাখছেন তা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত দেশের বিশেষজ্ঞ আলেম, পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদগণ চিন্তা-ভাবনা করে আসছেন। তারই প্রেক্ষিতে সংগত কারণেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত এই কওমী ধারার নবীন আলেম সমাজকে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার গ্যাঁড়াকল থেকে মুক্ত করে বহুমাত্রিক শিক্ষা কারিকুলামের অধীনে এনে একটি পূর্ণাঙ্গ কওমী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের বড় দাবী হিসেবে সমকালীন বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। অন্যান্যের মধ্যে সংস্থার পরিচালক লন্ডন প্রবাসী হাজী শামসু মিয়ার প্রতিনিধি ফারুক [illegible], মাওলানা রুহুল আমিন সিরাজী ও আবু [illegible] সিদ্দিকী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।